কৃষ্ণনগরের দিলীপদা

সুজাত ভদ্র

ঠিক কবে কৃষ্ণনগরের দিলীপদার সাথে আমার আলাপ হয়েছিল স্মরণে নেই। তবে এ পি ডি আর-এর কাজের সুবাদেই আশির দশকের শেষ দিকে আলাপ। সত্তর দশকের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অন্যতম শিকার শিক্ষিকা অর্চনা গুহের মামলাকে নিয়ে কুখ্যাত পুলিশ অফিসার রুণু গুহ নিয়োগীর সাসপেনশনের দাবীতে আমরা জেলা ঘুরে ঘুরে কর্মসূচী নিচ্ছি তখন। কৃষ্ণনগরেও পোষ্ট অফিস মোড়ে দিলীপদার আমন্ত্রণে গেছি। বক্তৃতা দিয়েছি। দিলীপদার গান শুনেছি। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ মেশানো বক্তব্য উপভোগ করেছি।

সেই আলাপ শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। সুদীর্ঘ সময়ের এই পারস্পরিক শ্রদ্ধা-স্নেহপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে নানা টুকরো টুকরো ঘটনা, সংলাপ মনে দাগ কেটে রয়েছে।

দিলীপদা তেহট্টে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে, নানা অজুহাতে দিলীপদাকে সাসপেন্ড করেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। তার বিরুদ্ধে দিলীপদা মামলা করেছিলেন। কিন্তু তা তাড়াতাড়ি মীমাংসা করতেও চাননি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। দিলীপদা মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, ''বুঝলে না, সাসপেন্ড হয়ে এখন ৭৫ % মাইনে পাচ্ছি না! যেতে হচ্ছে না অতদূর। আর চুটিয়ে ছেলে/মেয়ে পড়াচ্ছি। ভালই আয় হচ্ছে ; দোতলা বানিয়ে ফেলতে পারব। সি পি এম জব্দ করতে চেয়েছিল ; এখন নিজেরাই জব্দ ; তাই জ্বলছে।''

কৃষ্ণনগর শাখা বা নদীয়া জেলা এ পি ডি আর-এর দপ্তর ছিল জজ কোর্টের উল্টোদিকে স্বদেশী ভান্ডারের গলিতে - বেঞ্চি পেতে সবাই আড্ডায় বেশ মশগুল থাকত। দিলীপদার খোঁচা, টিপ্পনী সেই আড্ডার অপরিহার্য অংশ ছিল। সেই আড্ডায় গেলে মজাই পেতাম। রবিবার দুপুর প্রায় একটা পর্যন্ত চলতো সেই আড্ডা। বিকেলে সমিতির সভা। দুপুরে দিলীপদার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া। মনে আছে, বৌদি মুরগীর মাংসে এমন ঝাল দিয়েছিলেন যে আমি খেতেই পারলাম না। দিলীপদা অবশ্য বেশ উপভোগ করেই খেলেন। বলেছিলেন, 'ঝালের মুখ তো আমার, তাই ঝাল লাগে না'।

সম্ভবত '৯৮-'৯৯ সালে, কৃষ্ণনগর শাখার একটি ঘটনায় শাখা পুরোপুরি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। দিলীপদা এক দিকে, তৎকালীন রাজ্য

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

সম্পাদক তাপস চক্রবর্তী অন্যদিকে । দিলীপদার বাড়ির দোতলায় বসে একাধিকবার সাংগঠনিক সভা করে দ্বন্দ্ব মেটানোর চেষ্টা হয়েছিল । খুব একটা সফল হয়নি সে চেষ্টা । সময়ের ব্যবধানে তা আজ আর নেই । তবে সেই সময় দুজনের (তাপস ও দিলীপদার) সম্পর্কের অবনতি হয় । মনে আছে, তাপসের বিরুদ্ধে দিলীপদা দীর্ঘ চিঠি দেয় । তাপসও তার প্রত্যুত্তর তৈরী করে । সমিতির দপ্তর, মদন বড়াল লেনে, অতি কম সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যদের উপস্থিতিতে, তৎকালীন সহ সভাপতি দিলীপ বাগচীর সামনে, তাপস সেই চিঠি পড়ে শোনায় । আজও আমার মনে আছে, দিলীপদার সেই মুখটা - বেজার মুখে দিলীপদা সব শুনলেন বা হজম করলেন, কিছু বললেন না । পরে অবশ্য সময়ের ব্যবধানে উভয়ের মতপার্থক্য কমে আসে এবং সম্পর্কের উন্নতি হয় ।

সংগঠনে কিরীটি রায়কে ১৯৯৭-এর বিতর্ক-পর্বে দিলীপদা একটা বড় চিঠি পাঠান, তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সুজাত ভদ্রের বিরুদ্ধে । তবে দু'জনেই যাতে সংগঠনে থেকে কাজ করতে পারে তার আবেদন করেছিলেন ।

দিলীপদাকে আমার মনে হয়েছে, খুবই রাজনীতি মনস্ক, সি পি এম বিরোধিতা থাকলেও বাম/মার্কসবাদী রাজনীতি ও দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন । তাঁর গান, ছড়া, বক্তব্য, মন্তব্য - সবই ব্যঙ্গ মেশানো ছিল । মানবাধিকার আন্দোলনে শেষদিন পর্যন্ত সমিতির সাথে ছিলেন । তবে, আমার মনে হয়েছে, মানবাধিকার দর্শনের গোদা গোদা 'শ্রেণী নিরপেক্ষ' ভাবনা তাঁকে খুব একটা আকৃষ্ট করতে পারেনি । তবু সমিতির বিবৃতি, স্মারকলিপি ইংরাজী/বাংলায় তৈরী করতে দক্ষ ছিলেন । জেলাভিত্তিক মানবাধিকার আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দিলীপ বাগচীর নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে ।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকার আন্দোলনে দিলীপদা ছিলেন অভিভাবকের মত । এ প্রসঙ্গে আর একটি নামের উল্লেখ রাখতেই হবে । তিনি ছিলেন নাদু দা, শোভেন চ্যাটার্জী ।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।